নেশাখোর ছেলের হাতে ভ্যান চালক পিতা জখম

আলমডাঙ্গায় নেশাখোর ছেলের হাতে ভ্যান চালক পিতা মারাত্মক জখম হয়েছে।আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী বাগানপাড়ায় ঘরোয়া বিরোধে নেশাখোর ছেলের হামলায় বাবা গুরুতর জখম হয়েছে।

জানা গেছে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী গ্রামের বাগানপাড়ায় পারিবারিক বিরোধের জেরে ছেলের হামলায় আমীর হোসেন (৫০) নামে এক ব্যক্তি গুরুতর রক্তাক্ত ও জখম হয়েছেন। তিনি পেশায় দিনমজুর ও পাখিভ্যানচালক। অভিযুক্ত ব্যক্তি হামলাকারী তার বড় ছেলে টিপু সুলতান (৩০)। গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নিজ বাড়িতে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে।

আহত আমীর হোসেন জানান, দীর্ঘদিন ধরে সে নেশা করে আমার কোন খোঁজখবর রাখে না। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে তাকে নির্যাতন করেছে। সোমবার ছাগল বিক্রির টাকা চাইতে গেলে ছেলে তাকে হত্যার হুমকি দেয়। একপর্যায়ে শাবল দিয়ে মাথায় আঘাতের চেষ্টা করলে তিনি সরে যান , তখন শাবলের আঘাত তার চোখে লাগে। এতে তিনি রক্তাক্ত হয়ে গুরুতর আহত হন। ঘটনার পর তিনি আইনের আশ্রয় চেয়েছেন।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, টিপু সুলতান বাবার কাছ থেকে কেনা ছাগলের টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে মারধর করেন। স্থানীয়দের ভাষ্য , অভিযুক্ত ব্যক্তি কয়েকদিন ধরে নেশায় জড়িত ছিলেন, যা ঘটনার পেছনে প্রভাব ফেলতে পারে। ঘটনার পর স্থানীয়রা আহত আমীর হোসেনকে উদ্ধার করে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন।

চিকিৎসকদের মতে, তার চোখে গুরুতর আঘাত রয়েছে, তবে বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল-এ রেফার্ড করা হয়েছে।

এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বজনরা গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা অভিযুক্ত টিপু সুলতানকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

দর্শনায় ২৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাফসহ একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাফসহ মিরাজুল ইসলাম (২১) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত মিরাজুল দর্শনা ইসলাম বাজারপাড়া এলাকার আবু সিদ্দিকের ছেলে।

সোমবার সকাল ১০টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের অপু ফার্মেসির সামনে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মিরাজুল ইসলামকে আটক করা হয়।

পরে তার দেহ তল্লাশি করে ২৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাফ উদ্ধার করে পুলিশ। একই দিন তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদকসহ চার নেতা বহিস্কার

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ঝিনাইদহে ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদকসহ চার নেতাকে দলীয় পদ এবং প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সদর উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আনোয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ বহিস্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বহিস্কৃতরা হলেন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১২ নং দোগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, কালীচরণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান মন্টু,একই ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ওলিয়ার রহমান মাস্টার, সাধুহাটি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আতিয়ার বিশ্বাস।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই চার নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলের সকল পদ থেকে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাল আজাদ পান্নু এবং সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন আলমের নির্দেশে বহিস্কার করা হয়েছে ।

এ ব্যাপারে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাল আজাদ পান্নু জানান, দলীয় নেতৃত্ব না মেনে দলের বিরুদ্ধে গিয়ে বহিস্কৃতরা জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে ভোট করেছেন।

ঝিনাইদহে গভীর রাতে আওয়ামী লীগের অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে গভীর রাতে মহেশপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত দুইটার দিকে উপজেলার মহেশপুর পৌরসভার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এতে কার্যালয়ের আসবাবপত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

স্থানীয়রা জানিয়েছে সোমবার রাত দুইটার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত কার্যালয়ে হামলা চালায়। তারা প্রথমে ভাঙচুর করে এবং পরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকজন দ্রুত ছুটে এসে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের

একটি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আমাজেদ সরদার বলেন, প্রতিদিনের মতো রাতে অফিসের কাজ শেষ করে তারা বাড়ি ফিরে যান। রাত দুইটার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে এসে দেখেন অফিসের ভেতরের চেয়ার-টেবিল, ব্যানার-ফেস্টুনসহ বিভিন্ন কাগজপত্র পুড়ে গেছে।

তিনি বলেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ধানের শীষের পক্ষ নেওয়ার কারণেই এ ঘটনা ঘটতে পারে। এটি শুধু আওয়ামী লীগের অফিস নয়, দলমত নির্বিশেষে অনেকেই এখানে এসে বসতেন। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’

খবর পেয়ে মহেশপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশ সেখানে যায়। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তবে এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা হয়নি।

এলাকাবাসী জানান, গত ২০২ শের ৫ আগস্টের পর থেকে এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো দলীয় উত্তেজনা বা সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। হঠাৎ এ ধরনের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তারা দ্রুত দোষীদের শনাক্ত ও শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান।

ঋণ নিয়ে কেনা ভ্যানটি হারিয়ে মাথায় হাত গাংনীর মুছাব আলীর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল পশ্চিমপাড়া গ্রামের মুছাব উদ্দিন ঋণ নিয়ে একটি ব্যাটারিচালিত পাখি ভ্যান কিনেছিলেন। ভ্যান চালিয়ে যা উপার্জন হতো, তা দিয়েই চলত তার সংসার। এর মধ্যেও ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতি সপ্তাহে ১,৩০০ টাকা কিস্তি দিতে হয়।

প্রতিদিনের মতো গতকাল রোববার রাতে তিনি নিজের বাড়ির উঠানে ভ্যানটি চার্জে বসিয়েছিলেন। কিন্তু মধ্যরাতে এসে দেখেন, উঠানে

রাখা ভ্যানটি নেই।

রাতেই প্রতিবেশীদের নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেন তিনি। তবে কোনো সমাধান মেলেনি। হতাশ হয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন তিনি, যেখানে ভ্যানটি চার্জে রাখা ছিল সেই স্থানেই।

ঋণের টাকায় কেনা ভ্যানটি চোরের দল নিয়ে গেছে। এখন কিস্তি পরিশোধ করবেন কীভাবে? সংসারই বা চলবে কীভাবে এই চিন্তায় দিশেহারা মুছাব উদ্দিন।

ভ্যান চুরির ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রোববার রাতে গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল পশ্চিমপাড়ায়। তিনি দাখিল উদ্দিনের ছেলে মুছাব উদ্দিন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে আবারও ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের মতবিনিময়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আবারও স্থানীয় গণমাধ্যম মেহেরপুর প্রতিদিনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন European Union Election Observation Mission এর সদস্যরা।

সোমবার সকালে মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সদস্য Carlos Maria De Ceron y Castro ও Benedetta Odorisio।

তারা পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঙ্গে নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বৈঠকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি, ভোটার

উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ, নির্বাচনী পরিবেশ, সম্ভাব্য আর্থিক লেনদেন, রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ভূমিকা এবং নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ছিল কিনাএসব বিষয়ে খোলামেলা মতবিনিময় হয়। স্থানীয় পর্যায়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা, তথ্যপ্রবাহ ও সাংবাদিকদের কাজের পরিবেশ নিয়েও আলোচনা করা হয়।

ইইউ পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা মেহেরপুর প্রতিদিনের মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্বাচনী, রাজনৈতিক ও সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত তথ্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন এবং পেশাদারিত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এ সময় মেহেরপুর প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার সাকিব হাসান রুদ্র, অনলাইন স্টাফ রিপোর্টার ইয়াসির ইউসুফ ইমন এবং মাল্টিমিডিয়া ডেস্ক ইনচার্জ মোঃ রাফি হাসান উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীর অধিকার পেতে শ্বশুর বাড়িতে অনশন তাজমিনার

মেহেরপুরের গাংনী থানাধীন ঢেপা গ্রামে স্বামীর অধিকার পেতে শ্বশুর বাড়ি এসে দিনভর অনশন করেছে তাজমিনা খাতুন(২২) নামের এক বধু।

গতকাল রবিবার বেলা ১১ টার দিকে ঢেপা গ্রামের আউব আলীর বাড়ীতে স্ত্রীর মর্যাদা পেতে সারাদিন অবস্থান করে ঐ পুত্রবধু। তাজমিনা গাংনী থানাধীন আজান গ্রামের আবদুল শেখের বড় মেয়ে।

অপর দিকে ছেলে মাজেদুল ইসলাম (২১) গাংনী থানাধীন ঢেপা গ্রামের আউব আলীর ছেলে।

তাজমিনা বলেন, এগারো মাস আগে মাজেদুলের সাথে তার পরিচয় হয়। তারপর থেকে ফোনে ও ম্যাসেঞ্জারে আমাদের কথা হতো। এক পর্যায়ে তারা প্রেমজ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পাঁচ মাস আগে তারা গোপনে রাধাকান্তপুর গ্রামের এক কাজির বাড়িতে গিয়ে বিয়ে করে। এরপর

স্বামী স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় রাত্রি যাপন করে। এরই মাঝে গত ১১ তারিখ থেকে মাজেদুল তার সাথে যোগাযোগ বিছিন্ন করে দেয়।

তাজমিনা আরও বলেন, মাজেদুল তার পরিবারের চাপে আমার সাথে যোগাযোগ বিছিন্ন করে বর্তমানে গা ঢাকা দিয়ে আছে। তাই আমি স্ত্রীর মর্যাদা পেতে আমার স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান নিয়েছি। অপর দিকে ছেলের বড় ভাই আরিফ জানায়, তারা গোপনে বিয়ে করেছে বিষয় টি আমরা জানতাম না।

তাছাড়া মাজেদুলের চাইতে মেয়ের বয়স বেশি এবং মেয়েটির এর আগে বিয়ে হয়েছিলো। পূর্বের বিয়ের বিষয় টি গোপন করায় আমার পরিবার এ বিয়ে মেনে নিচ্ছে না। কিন্তু তাজমিনা জানায়, আমার সবকিছু জেনেই মাজেদুল আমাকে বিয়ে করেছে।

এ বিষয়ে রাতে স্হানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সালিসে বসলে মেয়ের পরিবারের লোকজন না আসায় ও ছেলে আত্নগোপনে থাকায় বিষয় টি অমীমাংসিত থেকে যায়।

জীবননগরে আলমসাধু উল্টে দর্শনার ১৬ জন আহত, আশঙ্কাজনক ২

জীবননগরে আলমসাধু উল্টে দর্শনার ১৬ জন আহত, আশঙ্কাজনক

দর্শনা অফি

জীবননগর উপজেলার উথলিতে শিয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি আলমসাধু উল্টে গিয়ে ১৬ জন নারী-পুরুষ আহত হয়েছেন। আহতরা সবাই দর্শনা রামনগর বাগদী পাড়ার বাসিন্দা।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, তারা বিভিন্ন হাটবাজারে ঝুড়ি-ঝাপি বিক্রি শেষে আলমসাধু যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। উথলি মোড় পার হওয়ার পর হঠাৎ একটি শিয়াল সামনে চলে এলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে গাড়িতে থাকা নারী-পুরুষরা ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

ওই এলাকায় নিকটবর্তী কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকায় আহতদের আলমসাধু যোগেই দর্শনা পুরাতন বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্থানীয় চিকিৎসক মোস্তফা ডাক্তারের ফার্মেসিতে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন ১৪ জন। বাকি দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় আগুনে পুড়ে ৪ বিঘা পানের বরজ ভস্মীভূত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৫ জন কৃষকের প্রায় ১৩০ শতাংশ জমির পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল রবিবার আনুমানিক দুপুর ২:৩০ মিনিটের দিকে ডাউকি গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় জান্নাতুল বাকি কবরস্থানের পাশে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডাউকি গ্রামের পশ্চিম পাড়ার পানচাষি মিথুন আলি, রিপন আলি, টিপু সুলতান, মোতালেব হোসেন ও আহম্মদ আলির সম্মিলিত প্রায় চার বিঘা জমির পানের বরজ ছিল। গতকাল দুপুরে হঠাৎ করেই একটি বরজে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যেই শুকনো পানের বরজগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে, পানের বরজে সেচ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক মোটরের তারের শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের উৎপত্তি।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের একটি দল। আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুপুর আনুমানিক ২:৪০ মিনিটে তারা আগুনের খবর পান এবং তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের প্রায় এক ঘণ্টার আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও ততক্ষণে পাঁচটি বরজই ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্ত শেষে ফায়ার সার্ভিস

জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে চাষিদের আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে ডাউকি গ্রামের মেম্বর বাদসা বলেন, ভুক্তভোগী পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস হারিয়ে তারা এখন দিশেহারা। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব হয়নি। এই বিশাল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে এবং পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা এখন প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছেন।

আলমডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্মাদ আলির রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জের বীরমুক্তিযোদ্ধা উম্মাদ আলির রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জের খুদিয়াখালী গ্রামের মৃত খোকাই জোয়ার্দ্দারের ছোট ছেলে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্বাদ আলী জোয়ার্দ্দার (৮০) ইন্তেকাল করেছেন। গত শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরন করেন।

গতকাল রবিবার দুপুর ১২ টার দিকে রাষ্টিয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী।আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ বানি ইসরাইল ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একটি চৌকস পুলিশ দল।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাব উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা নবাব আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা শমসের মল্লিক, বীর

মুক্তিযোদ্ধা আবেদ আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা শফি উদ্দিন,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস, সহ বিভিন্ন মুক্তি যোদ্ধা,স্থানীয় সুধীজন। মরহুমের লাশের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে মুন্সিগঞ্জ পশুহাটস্থ তেল পাম্পের পিছনের চাতালে।জানাজা শেষে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানাগেছে,বীর মুক্তি যোদ্ধা উম্বাদ আলী বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. একরামুল হক জোয়ার্দ্দার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এনামুল হক জোয়ার্দ্দারের পিতা,তারা তার পিতার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।